১ অগাস্ট ২০১৭

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জুলাই ২০১৭

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
কারাগারে মৃত্যু
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব
গুম
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা
রাজনৈতিক সহিংসতা
নির্বাচন কমিশন ও ভবিষ্যৎ নির্বাচন
সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা
মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
শ্রমিকদের অধিকার
ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি
নারীর প্রতি সহিংসতা
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের জুলাই মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১-৩১ জুলাই ২০১৭*										
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	১৯	৮	৮	১২	১৭	৯৬
	গুলিতে নিহত		১	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	১	১	১	৫
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	০	১	০	০	০	১
	মোট		১৬	১৭	২০	১০	৯	১৩	১৮	১০৩
গুম			৬	১	২১	২	২০	৭	৩	৬০
কারাগারে মৃত্যু			১	৫	৪	২	৪	৬	৭	২৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	০	২	০	৪	২	১২
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	৩	১	৩	৫	৪	২৮
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	১	৪	১	২	৯	২৩
	মোট		১০	১২	৪	৭	৪	১১	১৫	৬৩
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	০	০	০	০	০	১
	আহত		২	৩	০	২	২	১	২	১২
	লাঞ্ছিত		০	১	০	১	০	০	১	৩
	হুমকির সম্মুখীন		০	৪	৩	০	০	২	০	৯
	মোট		২	৯	৩	৩	২	৩	৩	২৫
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	৬	১২	১১	৬	৩	৫০
	আহত		২১৭	৩২৫	৪২৮	৫৯৫	৫৭৫	৩২৫	৩০৮	২৭৭৩
	মোট		২২২	৩৩২	৪৩৪	৬০৭	৫৮৬	৩৩১	৩১১	২৮২৩
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	২০	২৬	২২	২৯	২৪	১৫২
ধর্ষণ			৪৪	৫১	৬৯	৫৪	৮৩	৭৯	৬০	৪৪০
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২২	৩৫	২৩	১৪	১৭	২২	১৪৭
এসিড সহিংসতা			৩	৭	৪	৫	৫	৬	৪	৩৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৮	৫	২	২	৩	২৪
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০	০	০	১৩	১৩
		আহত	০	২০	২১	৭০	১৫	৫০	৭০	২৪৬
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	৪৩	০	০	০	০	২৮১০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩	২	১১	১৯	৪	৯	১	৪৯
		আহত	৭	৮	১৬	২২	০	০	২	৫৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			০	৩	১	৪	১	৪	৬	১৯

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. *অধিকার* এর তথ্য মতে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ১৮ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২. ভিকটিম পরিবারগুলো অভিযোগ করে আসছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করে তা 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' বা 'গানফাইট' নামে চালিয়ে দিয়েছে। ভিকটিম পরিবার ও মানবাধিকার কর্মীদের পক্ষ থেকে বারবার অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে ফলে এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তিও প্রবলভাবে বিরাজ করছে। র‍্যাব-পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের নির্দেশে অনেক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা-১৯ আসনে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য ডাঃ এনামুর রহমান গত ১৯ জুলাই মানবজমিনে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, "সাভারে অনেক ক্যাডার আর মাস্তান ছিল। এখন সব পানি হয়ে গেছে। ৫ জনকে ক্রসফায়ারে দিয়েছি। আরো ১৪ জনের লিষ্ট করেছি। লিষ্ট করার পর যে দু'একজন ছিল তারা আমার পা ধরে বলেছে, আমাকে জানে মাইরেন না আমরা ভালো হয়ে যাবো"।[১] এই বিষয়ে সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি হাসিনা দৌলা বলেন, "সংসদ সদস্য ডাঃ এনামুর রহমানের দেয়া বক্তব্য সঠিক। সংসদ সদস্যের সম্মতিতেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এ কাজ করেছে"।[২]

৩. গত ১৩ জুলাই ঢাকার লালবাগের ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় দুই ব্যক্তি র‍্যাবের গুলিতে আহত হন। র‍্যাবের দাবি গুলিবিদ্ধ দুইজন ছিনতাইকারী। র‍্যাবের ভাষ্য অনুযায়ী ৫/৬ জন ছিনতাইকারী ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সামনে ছিনতাইয়ের জন্য জড়ো হয়েছে এমন খবর পেয়ে র‍্যাব-১০ এর একটি দল তাদের ধাওয়া করলে দুই পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়। এরপর র‍্যাব দুই ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটক করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে ওই রাতেই আলমগীর (৪০) নামে একজন মারা যান।[৩] আলমগীরের বাবা খাদেম চাকলাদার জানান, আলমগীর ঢাকায় প্রাইভেট কার চালাতো। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান গ্রামের বাড়িতে থাকতো। আলমগীরের বোন নিলুফা বলেন, তাঁর ভাই ছিনতাইকারী ছিলেন না।[৪]

৪. ঢাকার সাভারে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী লিমা আক্তার সাভারের বিরুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস আই তরিকুল ইসলাম ও কনষ্টেবল বাবুল, মোহসিন এবং শামীমসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীকে হত্যার অভিযোগে গত ১৮ জুলাই ঢাকার মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে একটি নালিশি মামলা দায়ের করেছেন। আদালত মামলা আমলে নিয়ে সাভার মডেল থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। লিমা আক্তার তাঁর আরজিতে উল্লেখ করেছেন, এস আই তরিকুল ইসলামসহ অন্যরা গত ৮ জুন রাতে তাঁর

---

[১] ঢাকা- ১৯ এ নতুন হিসাব- নিকাশ: ৫ জনকে ক্রসফায়ারে দিয়েছি, ১৪ জনের লিস্ট করেছি/ মানবজমিন ১৯ জুলাই ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=74741&cat=2/

[২] এমপির বক্তব্যে সাভারজুড়ে তোলপাড়/ যুগান্তর ২০ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/second-edition/2017/07/20/141456/

[৩] 'বন্দুকযুদ্ধে' যুবক নিহত: লাশ শনাক্ত করলেন বাবা/ প্রথম আলো ১৬ জুলাই ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1253546

[৪] **র‍্যাবের সাথে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলছে** নয়াদিগন্ত ১৬ জুলাই ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/236093

স্বামীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এর কয়েক ঘন্টা পরেই তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।[৫]

মৃত্যুর ধরনঃ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৭ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১০ জন পুলিশের হাতে এবং ৭ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

৬. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

৭. নিহত ১৮ জন এর মধ্যে ১৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে এবং ২ জনের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

কারাগারে মৃত্যু

৮. *অধিকার* এর তথ্য মতে জুলাই ৭ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৯. কারাবন্দি ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারনে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের পর কারাগারে প্রেরনের পর মৃত্যু ঘটছে-এমন অভিযোগও রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

১০. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, হয়রানি, চাঁদা আদায় এবং হামলা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। দীর্ঘদিন নির্যাতনের বিরুদ্ধে চালানো প্রচারভিযানের ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও আইনটির প্রয়োগ না থাকায় এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

১১. গত ১৮ জুলাই সন্ধ্যা ৬ টায় খুলনা মহানগরের খালিশপুর থানার পুলিশ শহরের রাস্তা থেকে শাহজালাল (৩১) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। সেই সময় শাহজালাল তাঁর বাচ্চার জন্য গুঁড়ো দুধ কিনতে গিয়েছিলেন।

[৫] এসআই ও ৩ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ/ প্রথম আলো ২০ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1258376/

এরপর তাঁকে খালিশপুর থানা হাজতে আটকে রাখা হয় এবং পুলিশ তাঁর কাছে থেকে দেড় লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে। কিন্তু শাহজালালের পরিবার এই টাকা দিতে ছিলেন অক্ষম। টাকা না পেয়ে ঐ দিন রাত আনুমানিক ১১.৩০ পুলিশ শাহজালালকে থানা থেকে বের করে নিয়ে যায় এবং খুলনা বিশ্ব রোডের পাশে নিয়ে তাঁর দুটি চোখই তুলে ফেলে। এরপর মধ্যরাতে পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। পুলিশ বলছে, এক নারীর ব্যাগ ছিনতাই করে পালানোর সময় শাহজালালকে হাতেনাতে ধরে ফেলে স্থানীয় লোকজন। এরপর তাঁকে কয়েক দফা পিটুনি দেওয়া হয়। গণপিটুনীর সময় ওই ছিনতাইকারীর চোখ উপড়ে ফেলে উত্তেজিত জনতা। পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।[৬] কিন্তু শাহজালালের স্ত্রী রাহেলা বেগম জানান, ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় তার ১০ মাসের বাচ্চার জন্য গুড়ো দুধ কিনতে বাসা থেকে বের হন শাহজালাল। এরপর তিনি জানতে পারেন পুলিশ তাঁকে ছিনতাইকারী সন্দেহে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে । রাত আনুমানিক ৯ টায় তাঁর স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে থানায় গেলেও পুলিশ তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেয়নি। পরবর্তীতে পুলিশকে ১০০ টাকা ঘুষ দিয়ে তাঁর স্বামীর জন্য খাবার পাঠাতে পারেন তিনি। তিনি সেখানে থাকা অবস্থায় রাত আনুমানিক সাড়ে ১১ টায় থানা থেকে শাহজালালকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় শাহজালালের চোখ স্বাভাবিক ছিল। সকালে থানায় গিয়ে শোনেন তাঁর স্বামীকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৭] শাহজালালের বাবা জাকির হোসেন বলেন, তাঁর ছেলে তাঁকে বলেছেন যে পুলিশ পিকআপে করে তাঁকে খুলনা বিশ্বরোডে নিয়ে যায়। সেখানে হাত-পা বেঁধে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চোখ খোঁচানো হয়। গত ২০ জুলাই শাহজালালকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন চিকিৎসক জানান, "ভোঁতা কিছু দিয়ে তাঁর চোখ তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে"।[৮]

১২. গত ১৯ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় জননী ক্লিনিকে নাহিদা নামে এক মেয়ে পেটের ব্যথার কারণে অস্ত্রোপচারের পর মারা যান। এইদিন রাতে নাহিদার বাবা নাসিরউদ্দিন অস্ত্রোপচারকারী মাহফুজুর রহমানের (ডাক্তার না হয়েও অস্ত্রোপচার করেন বলে অভিযোগ রয়েছে) বিরুদ্ধে নাচোল থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়। মাহফুজুর রহমান থানা হাজতের টয়লেটে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে পুলিশ জানায়। তবে গত ২৬ জুলাই মাহফুজুর রহমানের পরিবারের সদস্যরা জানায়, এক লক্ষ টাকা ঘুষ না দেয়ায় পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছেন মাহফুজুর রহমান। মাহফুজুর রহমানের ভাই মোহাম্মদ জুলহাস ও মোহাম্মদ শাহিন আলম বলেন, তাঁর ভাইকে রিমান্ডে নির্যাতন না করার জন্য নাচোল থানা পুলিশ তাঁদের কাছে এক লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। অনেক কষ্ট করে তাঁরা ২০ হাজার টাকা জোগার করে পুলিশকে দেন। গত ২৬ জুলাই সকাল আনুমানিক ১০ টায় তাঁরা তাঁর ভাইকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থানা হাজতে দেখে আসেন। হঠাৎ করে দুপুর আনুমানিক ২ টায় পুলিশ ফোন করে তাঁদের জানায় মাহফুজুর

[৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৭] পুলিশের বিরুদ্ধে যুবককে নির্যাতনের অভিযোগ/ প্রথম আলো ২০ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1258706/

[৮] **খুলনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ: শাহজালালের দুই চোখই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে** প্রথম আলো ২১ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-21/5

আত্মহত্যা করেছেন। তাঁরা বলেন যে, পুরো ঘটনাটাই পুলিশের সাজানো নাটক। পুলিশ নির্যাতন করেই মাহফুজুরকে হত্যা করে তাঁর লাশ টয়লেটে ঝুলিয়ে রাখে।[৯]

গুম

১৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ৩ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জনকে পরবর্তীতে পাওয়া গেছে এবং এখনও পর্যন্ত ২ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৪. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটককৃত ব্যক্তিটিকে পরে কোথাও ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে অথবা কোন থানায় নিয়ে সোপর্দ করছে অথবা আদালতে হাজির করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে বহু রাজনৈতিক কর্মী গুম হয়েছেন, যাঁদের এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভিকটিমদের পরিবারগুলো তাঁদের স্বজনদের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া অনেক ভিকটিম পরিবার অনবরত সরকার, সরকার দলীয় নেতাকর্মী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিভিন্নভাবে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। যেমন ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার বনানী এলাকা থেকে গুম হওয়া বিএনপি নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনা তাঁর ছেলের স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে গত ৯ জুলাই লন্ডনে যাওয়ার জন্য ঢাকা হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গেলে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের লন্ডনে যেতে বাধা দেয়। এই বিষয়ে তাহসিনা রুশদীর লুনা বলেন, তিনি বোর্ডিং পাস নিয়ে বিমানে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় হঠাৎ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁর কাগজপত্র দেখতে চায় এবং প্রায় দেড়ঘন্টা তাঁকে বসিয়ে রাখে। একপর্যায়ে একজন কর্মকর্তা এসে তাঁকে বলেন, তাঁকে লন্ডনে যেতে দেয়া হবে না। কারণ জানতে চাইলে ওই কর্মকর্তা বলেন, রাষ্ট্রীয় কারণে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না।[১০] এই বিষয়ে তাহসিনা রুশদীর লুনা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এরপর গত ১০ জুলাই বিচারপতি তারিক-উল হাকিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ ফারুকের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ তাহসিনা রুশদীর লুনা ও তাঁর ছেলে মেয়েকে লন্ডনে যেতে বাধা না দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলে গত ১২ জুলাই তাঁরা লন্ডনে যান।[১১]

১৫. সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করে বলা হচ্ছে যে, ভিকটিমরা নিজেরাই আত্মগোপন করে আছেন। সরকারের পক্ষ থেকে গুমের বিষয়টি অস্বীকার করা হলেও একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুম অব্যাহত আছে। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র

---

[৯] নাচোল থানা হেফাজতে মৃত্যু:ময়নাতদন্তে প্রমাণ মেলেনি আত্মহত্যার ভিসেরা রিপোর্টের অপেক্ষা/ যুগান্তর ২৯ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/29/143676/

[১০] **ইলিয়াস আলীর স্ত্রীকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়ার অভিযোগ**/ প্রথম আলো ১০ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1245161

[১১] অবশেষে লন্ডন গেলেন ইলিয়াস আলীর স্ত্রী/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৩ জুলাই ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/07/13/247167

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ গত ৪ জুলাই একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[১২] তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। তদন্ত প্রতিবেদনে হাবিবুল্লাহ মাহমুদ বলেন, তদন্ত চলাকালে তদন্তের স্বার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স্ (এনএসআই) এর মহাপরিচালকের কাছে সন্দেভাজন পুলিশ অফিসারদের কল লিস্ট চেয়েও তাঁদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট এমন অনেক অভিযোগ পেয়েছেন যেখানে পুলিশ বহু মানুষকে গ্রেফতার করার পর তাঁদের গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করেছে।[১৩] গত ১৬ জুলাই এই তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর শুনানী শেষে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনিকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিআইবি) নির্দেশ দেন এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশের মহাপরিদর্শককে নির্দেশ দেন।[১৪]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

১৬. ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ৩ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

১৭. মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহত

১৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৩ জন নিহত ও ৩০৮ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৪টি ও বিএনপি'র ৪টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন নিহত ও ১৮৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

---

[১২] গত ২ মার্চ গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। রিট পিটিশনে জেসমিন নাহার রেশমা উল্লেখ করেন, ২০১৬ সালের ৪ অগাস্ট রাত আনুমানিক সাড়ে নয় টায় তাঁর স্বামী মোখলেছুর রহমান জনি অসুস্থ বাবার জন্য ওষুধ কিনতে শহরের রাবনী সিনোমা হল মোড় এলাকায় গেলে সদর থানার এস আই হিমেল তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ৫, ৬ ও ৭ অগাস্ট ২০১৬ তিনি ও তাঁর শ্বশুর অন্যান্য স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে থানা হাজতে তাঁর স্বামীকে খাবার দেন এবং কথাও বলেন। ঐ সময় তাঁরা তৎকালীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক শেখ ও এস আই হিমেলের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা 'ইসলামী চরমপন্থিদের' সঙ্গে জনির সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে তাঁদের জানান এবং জনির মুক্তির বিনিময়ে তাঁদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। এরপর ৮ অগাস্ট তাঁরা থানায় গেলে জনিকে আর দেখতে পাননি। পুলিশও জনির অবস্থান সম্পর্কে এরপর আর কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানায়।[১২] এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন।

[১৩] Cops involved with arrest, disappearance of Satkhira physician: judicial report /নিউএজ ৯ জুলাই ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/19321/

[১৪] সাতক্ষীরার নিখোঁজ জনির বিষয়ে তদন্ত করতে পিবিআইকে নির্দেশ/ মানবজমিন ১৭ জুলাই ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=74385&cat=10/

১৯. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের[১৫] পর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন অব্যাহত থাকায়, অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনার ফলে বর্তমানে যে সহিংস দুর্বৃত্তায়নের ঘটনা ঘটছে তার প্রায় সবগুলোই ঘটছে সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে। ফলে সারাদেশে সরকারী দল ও তার সমর্থিত ছাত্র এবং যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহত থেকেছে, যেমন চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও জমি দখল, পুলিশের ওপর হামলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ ও নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি। তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপরও হামলা করেছে এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে। এই সময় তাদেরকে দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে যা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব বেশিরভাগ ঘটনায়ই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি।

২০. গত ৬ জুলাই রাতে ময়মনসিংহ শহরে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামী আসাদুজ্জামান নামে এক যুবলীগ কর্মীকে পুলিশ আটক করে। পরে পুলিশের গাড়িতে করে আসাদুজ্জামানকে শহরের ২ নম্বর পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় শহরের কলেজ রোড মোড় এলাকায় ময়মনসিংহ মহানগর যুবলীগের সদস্য মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে ১০-১৫ জন কর্মী পুলিশের পথরোধ করে তাকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি দল টাউন হল মোড় এলাকায় অবস্থিত ২ নম্বর পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা করে ভাঙচুর চালায়। এই সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন।[১৬]

২১. গত ১৩ জুলাই সিলেটের এমসি কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সিলেট জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরী ও এমসি কলেজ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের একাংশের নেতা টিটু চৌধুরীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। এই সময় উভয় পক্ষ কলেজ ছাত্রাবাসের কক্ষ ভাংচুর চালায়। উল্লেখ্য ২০১২ সালের ৮ জুলাই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় এমসি কলেজের ছাত্রাবাসের চারটি ব্লকের ৪২টি কক্ষ। এরপর ছাত্রাবাসটি পুণনির্মাণ করা হয়। এই ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের তদন্তে ছাত্রলীগের বহিরাগত নেতাকর্মীদের দায়ি করা হলেও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিআইবি) তদন্ত করে আদালতে চুড়ান্ত রিপোর্ট দেয়।[১৭]

---

[১৫] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে তৎকীলন প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ দলই অংশগ্রহণ করেনি। এতে করে নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগন তাদের ভোটাধিকার হারায়।

[১৬] **আসামি ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁড়িতে হামলা** প্রথম আলে ৮ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-08/1

[১৭] **এমসি কলেজের সেই ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের ভাঙচুর** প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-14/2

সিলেট এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে ২০১২ সালের ৮ জুলাই আগুন দেওয়া হয়। এ সময় ছাত্রলীগের মিছিল। ফাইল ছবিঃ প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৭

২২.গত ১৭ জুলাই সিলেটের বিয়ানীবাজার (শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত) সরকারী কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের জেলা কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক পাভেল মাহমুদ ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আবুল কাশেমের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। এর জের ধরে কলেজের শ্রেণীকক্ষে খালেদ আহমেদ লিটু নামে এক ছাত্রলীগ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।[১৮]

নিহত খালেদ আহমদ। ছবিঃ প্রথম প্রথম আলে ১৮ জুলাই ২০১৭

নির্বাচন কমিশন ও ভবিষ্যৎ নির্বাচন

২৩.২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং জনগণ তাঁদের

[১৮] তিন জেলায় ছাত্রলীগের সংঘর্ষে সিলেটে একজন নিহত/ প্রথম আলে ১৮ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-18/1

ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বাংলাদেশে অতীতে নির্বাচনগুলো সাধারণতঃ উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো এবং জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমান বিরাজমান পরিবেশে জনগণের স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ বিগত নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেছে। বিতর্কিত রকিব কমিশনের মেয়াদ ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে শেষ হলে সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভালো এবং একটি দৃঢ়চেতা নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে বলে আশার সঞ্চয় হয়। সার্চ কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিলেও তাদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে[১৯] ২০০৯ পরবর্তী নির্বাচনগুলোরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। এছাড়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

২৪. গত ৯ জুলাই পাঁচজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা, ১৮ জন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাসহ ৩৩ জনের বদলির আদেশ প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সম্মতি নিয়ে অনুমোদন করেন নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ।[২০] মাঠ প্রশাসনে বড় ধরনের এই রদবদলে যোগ্যদের বাদ দিয়ে জুনিয়ারদের বড় পদে বসানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক তদবিরে অনেকের ভালো জায়গায় বদলির অভিযোগ রয়েছে।[২১] এই বদলির বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারদের কিছুই জানানো হয় নাই বলে জানা গেছে। এ নিয়ে গত ১২ জুলাই অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেন চার কমিশনার এবং এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন সচিবকে নোট দেন নির্বাচন কমিশনার মাহাবুব তালুকদার।[২২]

২৫. এই অবস্থায়ই এই নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং গত ১৬ জুলাই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। এতে সাতটি করণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার, নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও যুগোপযোগী করতে সংশ্লিষ্ট সবার পরামর্শ গ্রহণ, সংসদীয় এলাকার সীমানা পুণর্নির্ধারণ, নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং সরবরাহ, বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ভোট কেন্দ্র স্থাপন, নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিরীক্ষা এবং সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সবার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহন। নির্বাচন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের বিষয়টিও রয়েছে এই রোডম্যাপে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা রোডম্যাপ ঘোষণার সময় বলেন, এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে পুলিশের বাধা রোধের বিষয়ে ইসির কোনো ভূমিকা নাই। রাজনৈতিক দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা ইলেকশন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়।[২৩]

---

[১৯] নতুন নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পর এর অধীনে গত ৬ মার্চ সারাদেশে ১৪টি উপজেলা পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) ও ৪টি পৌরসভার নির্বাচন এবং গত ১৬ এপ্রিল সারাদেশে ১৬০টি ইউনিয়ন পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ৬ মার্চের নির্বাচনে বেশীর ভাগ ভোট কেন্দ্র ছিল ভোটার শূন্য এবং এই নির্বাচনে নজিরবিহীনভাবে ভোটার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও প্রকাশ্যে সিল, সংঘর্ষ, বিরোধী প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়া ও নির্বাচন বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

[২০] ***ইসিতে রদবদল*** : **নির্বাচন কমিশনারদের কিয়দংশ** নয়াদিগন্ত ১৪ জুলাই ২০১৭/ http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/235555

[২১] ইসিতে বদলি নিয়ে বিতর্ক চরমে/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৭ জুলাই ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/07/17/248243

[২২] ***ইসিতে রদবদল*** : **নির্বাচন কমিশনারদের কিয়দংশ** নয়াদিগন্ত ১৪ জুলাই ২০১৭/ http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/235555

[২৩] সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের পরিকল্পনা নেই ইসির:দিকনির্দেশনাহীন রোডম্যাপ/ যুগান্তর ১৭ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/07/17/140275/

২৬.সব দলের অংশগ্রহণে একটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে রোডম্যাপে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কিভাবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা হবে সেই বিষয়েও তাদের অবস্থান পরিস্কার করেনি নির্বাচন কমিশন। অথচ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন এবং সভা-সমাবেশ করার অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে সরকারিদল বিনা বাধায় যে কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ করছে, তাদের নির্বাচনী প্রতীকের পক্ষে ভোট চাচ্ছে এবং সরকারিদলের নেতা-কর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে থেকে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দিচ্ছে। বেশীরভাগ রাজনৈতিক দল ইভিএম ব্যবহারের বিপক্ষে থাকলেও নির্বাচন কমিশন এখনও ইভিএম ব্যবহারের বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে বলে জানা গেছে।

সভা-সমাবেশে বাধা

২৭.দেশে জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা না থাকায় সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছেন। ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিবর্তনমূলক রূপ ধারন করেছে। শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা এবং নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার লংঘন করা।

২৮.গত ১১ জুলাই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর ও খনিজ সম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটির সারাদেশ ব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ নগরীর চাষাঢ়া শহীদ মিনারে বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শাখার বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহীদ মিনার থেকে বের হয়ে নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগরীর ২ নম্বর রেলগেট এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। ওই সময় জাতীয় কমিটির নারায়নগঞ্জের সদস্য আরিফ বুলবুল, কবি আহম্মেদ বাবুল, শাহীন মাহমুদ ও অমল আকাশসহ কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মী শহীদ মিনারের ভেতরে বৃষ্টির কারণে অপেক্ষা করার সময় কয়েকজন তরুণ ধারালো অস্ত্র ও লাঠি সোটা নিয়ে অতর্কিতে তাঁদের ওপর হামলা করে। হামলাকারীরা আরিফ বুলবুলের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করে। আর অন্যদের লাঠি সোটা দিয়ে বেধড়ক পেটায়।[২৪]

২৯.জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদল (জেএসডি) এর সভাপতি আসম আব্দুর রবের ঢাকার উত্তরার বাসায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় পুলিশ বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টায় আসম আব্দুর রবের বাসায় নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান ভুঁইয়া ও বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিকল্পধারার সভাপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও মাহি বি চৌধুরী, গণফোরামের এসএম আকরাম ও সুব্রত চৌধুরী, বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টীর সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও বহ্নিশিখা জামিলী এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদল (জেএসডি) এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক রতন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন)

[২৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় পুলিশের কিছু সদস্য সেখানে গিয়ে জানান, অনুমতি ছাড়া সভা করা যাবে না। তখন আব্দুর রব বলেন, এটা সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান। এক পর্যায়ে পুলিশ বের হয়ে যেয়ে বাসার বাইরে অবস্থান নেয়। এই বিষয়ে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, পুলিশ এসে তাঁদের হুমকি দিয়ে বলেছে কোনো আলোচনা করা যাবে না।[২৫]

৩০.গত ২০ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকার ৭টি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার তারিখ ঘোষণাসহ ৭ দফা দাবিতে শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে আন্দোলনকারীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করতে গেলে পুলিশ তাঁদের ধাওয়া করে লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। পুলিশের হামলায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। এরমধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর। ১৮ জন শিক্ষার্থীকে পুলিশ আটক করে তবে ৬ জনকে পরে ছেড়ে দেয়া হয়।[২৬] পুলিশের টিয়ার শেলে গুরুতর আহত সিদ্দিকুর রহমানকে ঢাকা জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় পুলিশের একজন সদস্য দৌড়ে এসে খুব কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন 'সিদ্দিকুরের দৃষ্টি ফিরে পাবার সম্ভবনা কম'।[২৭] এই ঘটনায় পুলিশ গত ২১ জুলাই হত্যা চেষ্টার অভিযোগে ১২০০ জন অজ্ঞাতনামা ছাত্রকে আসামি করে শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।[২৮]

রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনের রাস্তায় আন্দোলনরত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় পুলিশ। পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়ে। ছবিঃ প্রথম আলো ২১ জুলাই ২০১৭

[২৫] **রবের বাসায় রাজনৈতিক নেতাদের আলাপে পুলিশের বাধা** প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1251316/

[২৬] শাহবাগে লাঠিপেটায় ছত্রভঙ্গ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ/ যুগান্তর ২১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/07/21/141515/

[২৭] সিদ্দিকুর দৃষ্টি হারাতে পারেন/ প্রথম আলো ২৩ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-23/1

[২৮] শাহবাগে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ:১২০০ ছাত্রের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২২ জুলাই ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/07/22/249646

শাহবাগে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় আহত শিক্ষার্থী সিদ্দিকুর রহমান জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ জুলাই ২০১৭

৩১. গত ২২ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা বিএনপির সদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র লীগ ও যুবলীগের হামলায় বিএনপির ২৫ জন নেতাকর্মী আহত হন। এছাড়া একই দিনে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার নলখোলা বন্দরে বিএনপি'র সদস্য সংগ্রহ ও বর্ধিত সভা পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়।[২৯]

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৩২.মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ ব্যাপক রূপ নিয়েছে। সরকারের সমালোচনাকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকার চরমভাবে দমন করছে। নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা প্রয়োগসহ ফৌজদারী আইনের বিভিন্ন ধারায় ভিন্নমতালম্বীদের বিরুদ্ধে হয়রানীমূলক মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

৩৩.গত ৭ এপ্রিল রাজশাহীজেলার চারঘাট থানার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল) আয়োজিত প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা সহকর্মীদের এক স্মরণ সভা চলাকালে সরকারের সমালোচনামূলক বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা করে সভাটি পণ্ড করে দেয়। ঘটনার তিন মাস পর গত ৬ জুলাই সকালে চারঘাট থানা ছাত্রলীগের কর্মী মোহাম্মদ রায়হানুল হক রানা রাজশাহীর চারঘাট থানায় স্মরণ সভায় সরকার বিরোধী বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় সম্পাদক ডাঃ ফয়জুল হাকিম, পাবনা শহর কমিটির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মজিবর রহমান, ঈশ্বরদী থানা কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং চারঘাট থানা কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ আব্দুল হাকিম এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৫৩,১৫৩(এ) ৫০৫,৫০৫ (এ) ধারায় মামলা দায়ের করে। মামলা নং-০৮/১৮১ তারিখ- ৬/৭/২০১৭।[৩০]

[২৯] **দশমিনায় বিএনপির সদস্য সংগ্রহ পুলিশি বাধায় পণ্ড** নয়াদিগন্ত ২৩ জুলাই ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/238004

[৩০] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

৩৪.গত ৬ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক ওমর শরীফকে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ফেসবুকে কটুক্তি করার অভিযোগে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। গত ৮ জুলাই সীতাকুণ্ড থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর ৫৭ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৩১]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৫.*অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন লাঞ্ছিত এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৩৬.সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করছেন। এরপরও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে নিহত বা আহত হচ্ছেন। সংবাদকর্মীরা সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ করলে বা যে কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালাতেও কৌশলে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা প্রয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। গত ১৯ জুন ২০১৭ মন্ত্রীসভার অনুমোদিত জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার একেবারে শেষের উপধারায় আইসিটি আইনসহ আরও কয়েকটি আইনের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এইসব আইন ও এর অধীনে করা বিধিবিধান লঙ্ঘন করে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে না।[৩২]

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

৩৭.গত ১০ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা সাইফুল ইসলাম বিজয় চট্রগ্রাম থেকে দেশ ট্রাভেলসে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছিলেন। বিজয়কে বাসের মধ্যে ধূমপান করতে না দেয়ায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বাকবিতন্ডা হয়। পরে বাসটি সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে আসলে বিজয়সহ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র লীগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি আহমেদ সজিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আবিদ আল আহসান লাবনসহ ১০-১২ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী বাস থামিয়ে ভাংচুর করেন। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছবি তোলেন ডেইলি স্টারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষর্থী আরাফাত রহমান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই নেতাকর্মীরা আরাফাতকে মারধর করে। এই সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার

[৩১] **ফেসবুক কটূক্তি: ইবি শিক্ষক বরখাস্ত** মানবজমিন ৮ জুলাই ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=72947&cat=9/

[৩২] শিগগির নীতিমালা কার্যকর: অনলাইন নীতিমালাতেও ৫৭ ধারা! / প্রথম আলো ২৩ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1261751/

সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় আরাফাতকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৩৩]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৩৮.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩৯.নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা[৩৪] প্রয়োগ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আইনটি সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিলের জন্য বহুদিন ধরে প্রচারনা চালিয়ে আসছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও কারাগারে আটক করার মত ঘটনা ঘটছে। ফলে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় লিখছেন এমন বেশীরভাগ মানুষ নিজেদের সেল্ফ সেন্সরশীপ করে লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে সাংবাদিকসহ বহু সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এই আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ ধারা বাতিল করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে খসড়া তৈরি হয়েছে, তাতে এই চার ধারা থাকবে বলে জানা গেছে। আইনটি নিবর্তনমূলক এবং বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত করে ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে তা বাতিলের জন্য দেশের মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা সোচ্চার থাকলেও সরকারের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সংসদে এই নিবর্তনমূলক আইনের পক্ষে কথা বলেছেন। গত ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে তথ্যমন্ত্রী বলেন, "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে অনেক সাংবাদিক নিগৃহীত হচ্ছেন, এটা ঠিক নয়। দেশের সাংবাদিকদের সংখ্যার তুলনায় এই আইনের ৫৭ ধারায় খুবই নগন্য সংখ্যক সাংবাদিক গ্রেপ্তার হয়েছেন"। হাসানুল হক ইনু আরও বলেন এই আইনটি মানবাধিকারপরিপন্থী নয়।[৩৫]

৪০.চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রথম আলোর প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহজাহান ও মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হায়দার চৌধুরীর বিরুদ্ধে চাঁদপুরের বিচারিক আদালতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দুইটি মামলা দায়ের করেছেন আনোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন। মামলার এজহারে তাঁরা বলেছেন, প্রথম আলোয় গত ১৬ মে 'হাজিগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম স্থগিত' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা

---

[৩৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং রাবি ছাত্রলীগের কাণ্ড: বাস ভাংচুরের ছবি তোলায় সাংবাদিককে বেধড়ক মারধর/ যুগান্তর ১১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/11/138568/

[৩৪] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৩৫] **সংসদে তথ্যমন্ত্রী: তথ্যপ্রযুক্তি আইনে অনেক সাংবাদিক নিগৃহীত হচ্ছেন এটা ঠিক নয়/** প্রথম আলো ১৩ জুলাই ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1250231

হয়েছে, চাঁদপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য (আওয়ামী লীগের এমপি) সেক্টর কমান্ডার মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের অবহেলায় হাজীগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। এতে করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, সচেতন নাগরিক ও জনগণ মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে। মামলার বাদি ফরহাদ হোসেন বলেন, এই সংবাদে আমাদের সংসদ সদস্যকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। প্রথম আলোর প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হায়দার চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই নিয়ে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন করেছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর বরাত দিয়ে এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে।[৩৬]

৪১. জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজীর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ ফেসবুকে শেয়ার করার অভিযোগে দৈনিক সকালের খবরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আজমল হকের বিরুদ্ধে ৭ জুলাই পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৫৭ ধারায় মামরা দায়ের করা হয়েছে।[৩৭]

৪২. গত ১২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদুল হকের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা করেছেন একই বিভাগের অধ্যাপক আবুল মনসুর আহমেদ। বিভাগের মাষ্টার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিলম্ব নিয়ে শিক্ষকদের দুইটি পক্ষের মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ চলছিলো। এই সব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের একটি 'ক্লোজড গ্রুপে' শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন ফাহমিদুল হক। শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় মনসুর আহমেদ অভিযোগ করেছেন, 'ক্লোজড গ্রুপে' করা মন্তব্যে ফাহমিদুল হক তাঁর বিরুদ্ধে সম্মানহানিকর বক্তব্য রেখেছেন। উল্লেখ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বাতিল চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট আবেদনকারীদের মধ্যে অন্যতম ফাহমিদুল হক।[৩৮]

শ্রমিকদের অধিকার

৪৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় ১৩ জন শ্রমিক বয়লার বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন এবং ৫০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাছাড়া তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় আগুন লাগার কারণে তাড়াহুড়ো করে নামতে যেয়ে ২০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, খাদ্য তৈরির কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ১ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন এবং ২ জন আহত হয়েছেন।

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৪৪. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ কিছু ব্যক্তির চরম দায়িত্বহীনতা ও সরকারের গুরুতর গাফিলতির কারণে বার বার শ্রমিকদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসছে। *অধিকার* মনে করে, রানা প্লাজা বিপর্যয়ের ঘটনাসহ অতীতের

[৩৬] ৫৭ ধারায় প্রথম আলোর হাজীগঞ্জ প্রতিনিধিসহ দুজনের বিরুদ্ধে মামলা/ প্রথম আলো ১১ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1246321/

[৩৭] Journalist Helal facing case under ICT act gets HC bail /প্রথম আলো ১২ জুলাই ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/city/journalist-helal-facing-case-under-ict-act-gets-hc-bail-1431952

[৩৮] ৫৭ ধারা বাতিল চেয়ে রিটকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধেই ৫৭ ধারায় মামলা/প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1251566/

সবগুলো কারখানা বিপর্যয়ের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা এই দায়মুক্তির পরিস্থিতি বারবার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৪৫.২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আশুলিয়ায় স্মার্ট গার্মেন্টস্ ও ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে তাজরিন ফ্যাশনস্ নামে দুটি পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় শতাধিক শ্রমিক এবং ২০১৪ সালে রানা প্লাজা ধ্বসে হাজারের ওপরে শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন।

৪৬.ভিকটিম পরিবারগুলো মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ন্যায় বিচার পাওয়ার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেছেন। অতীতে ২০০৫ সালে ১২ এপ্রিল সাভারে স্প্রেকট্রাম সুয়েটার ফ্যাক্টরি ধসে ৬৪ জন নিহত হয়েছিলেন সেই মামলাটি এখনও আদালতে বিচারাধীন আছে। সরকার শ্রমিকদের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ এবং দমিয়ে রাখার জন্য শিল্প পুলিশ গঠন করেছে। বাস্তবে এই পুলিশ বাহিনী পোশাক মালিকদের পক্ষে কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে অথচ শ্রমিকদের রক্ষার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন ঘটনায় আহত ও নিহতদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। *অধিকার* এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য এবং আহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সঠিক তালিকা প্রকাশ করে নিহতদের পরিবার ও আহতদের যাঁরা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি তাঁদের তা দেবার ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গামেন্টর্স কারখানায় বয়লার বিস্ফোরনে ১৩ জন নিহত

৪৭.গত ৩ জুলাই সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টায় গাজীপুরের কাশিমপুরের নয়াপাড়া এলাকায় মাল্টি ফ্যাবস লিমিটেড কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বিধ্বস্ত ভবনে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করলে ধসে পড়া ভবনের ভেতর থেকে অনেক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহতদের মধ্যে আমিরুল ইসলাম নামে একজন প্রকৌশলীও রয়েছেন। এই ঘটনায় ১৩ জনের প্রাণহানি ঘটেছে, আহত হয়েছেন অন্তত ৫০ জন। নিখোঁজ রয়েছেন একজন। বয়লার বিস্ফোরণে নিহতরা হলেন. বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার নামাজখালী গ্রামের শাহার আলীর ছেলে মাহবুবুর রহমান (২৩), চট্রগ্রামের মিরসরাই থানার বামনসুন্দর গ্রামের মৃত মোকছেদ আহমেদের ছেলে আব্দুস সালাম (৫৫), চাঁদপুর সদরের মদনা গ্রামের বাচ্চু ছৈয়ালের ছেলে গিয়াস উদ্দিন (৩০), মাগুরার হরিশপুর থানার গোবরা গ্রামের আইয়ুব আলী সরদারের ছেলে আল আমিন (৩০), রাজবাড়ির গোয়ালন্দ থানার বরাট বাজার এলাকার মনিন্দনাথের ছেলে বিপ্লব চন্দ্র শীল (৩৮) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর থানার কুন্ডা গ্রামের সাগর আলী মীরের ছেলে মজিবুর রহমান (৩৭), গাইবান্দা জেলার পলাশবাড়ি থানার সোলেমান মিয়া (৩০)। মনসুর (৩০) ও আরশাদ হোসেন (৩৬) নামে নিহত দুইজনের নাম পাওয়া গেলেও তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। নিহত অপর ৩ জনের পরিচয় জানা যায়নি।[৩৯] এই ঘটনায় চক্রবর্তী পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুর রশিদ জয়দেবপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় বিস্ফোরণে ঘটনায় মারা যাওয়া আব্দুস সালাম, এরশাদ হোসেন ও মনছুরুল হকসহ অজ্ঞাত আরও ৮-১০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় বলা হয়, বয়লারের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ও ঝুঁকিপূর্ণ জানার পরও আসামিরা পরস্পরের যোগসাজশে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তা চালু করেন। শ্রমিক

[৩৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাজীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সংগঠনগুলোর অভিযোগ, পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মনিটরিংয়ের গাফিলতির কারণেই এই ধরনের ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে।[৪০] দুর্ঘটনার পর এর কারণ অনুসন্ধানে জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিস তদন্ত কমিটি গঠন করে। গত ১৩ জুলাই গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ হুমায়ন কবীর তাঁর কার্যালয়ে এর তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার জন্য সাতটি কারণ চিহ্নিত করে। এরমধ্যে পাঁচটি যান্ত্রিক এবং দুটি প্রশাসনিক। যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে রয়েছে সেফটি বাল্ব সঠিকভাবে কাজ না করা, ফিজিক্যাল প্লাগে সমস্যা, মেটালিক ক্ষয়, প্রেসার ও বৈদ্যুতিক সিগনালে সমস্যা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে,ক্ষতিগ্রস্ত প্রেসার গেজেট, বন্ধ ডেলিভারি লাইন, ত্রুটিযুক্ত লিভার প্রেসার রিলিজে ব্যর্থতা ও বয়লার মেইনটেন্যান্স কর্তৃপক্ষের বয়লার অপারেটরদের তদারকির অভাব ছিল । এছাড়াও বয়লারের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।[৪১]

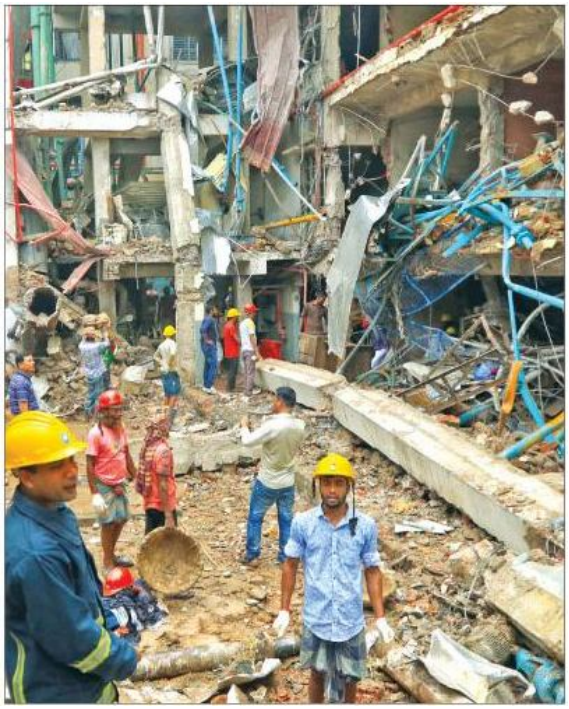

বয়লার বিস্ফোরণে গাজীপুরের নয়াপাড়ায় মালটি ফ্যাবস পোশাক কারখানাটি ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়। ছবিঃ প্রথম আলো ৭ জুলাই ২০১৭

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

৪৮.বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতির[৪২] কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস

[৪০] GAZIPUR BOILER BLAST:Case against 3 dead workers, 10 others/ নিউএজ ৬ জুলাই ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/19076/case-against-3-dead-workers-10-others

[৪১] গাজীপুরে বয়লার বিস্ফোরণ : অপারেটর দায়ী:তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সাত কারণ চিহ্নিত/ যুগান্তর ১৪ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/07/14/139615/

[৪২] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলেও আছেন। এইকথা স্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং

গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করাসহ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৪৩] এছাড়া ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের আভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ভারতে বাঁধ খুলে দেয়ায় বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি

৪৯.বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ভারত গজলডোবা বাঁধের সব কয়টি গেট খুলে দিয়েছে। এতে ভারত থেকে ধেয়ে আসছে বানের পানি যখন বাংলাদেশেও চলছে ব্যাপক বর্ষণ। হঠাৎ করে তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের উত্তারঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। তিস্তার পানিতে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই, খগাখড়িবাড়ি, টেপাখড়িবাড়ি, খালিশা চাঁপানী, গয়াবাড়ি ও জলঢাকা উপজেলার গোলমুণ্ডা, ডাউয়াবাড়ি, শৌলমারী ও কৈমারী ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকার ২৫ টি চর ও গ্রামের ১৫ হাজার পরিবার বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে। এছাড়া লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা, কালিগঞ্জ উপজেলার নদী বেষ্টিত চর ও গ্রামগুলো প্লাবিত হয়েছে। উজান থেকে এভাবে পানি নেমে আসায় পুরো উত্তারাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে তিস্তা ব্যারেজের ৬০ কিলোমিটার উজানে গজলডোবা বাঁধটি নির্মাণ করে ভারত। উজানে বন্যা হলে এই বাধের ৫৪টি গেটের সব কয়টি খুলে দেয় ভারত। এতে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। আবার শুষ্ক মৌসুমে গজলডোবার উজানে তিস্তা-মহানন্দা খালের মাধ্যমে ২ হাজার ৯১৮ কিউসেক পানি প্রবেশ করে। তা দিয়ে ভারতের উত্তারাঞ্চলের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, কুচবিহার ও মালদাহ জেলার ২ লক্ষ ২২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হয়। তখন বাংলাদেশ পানি পায়না।[৪৪] এদিকে ভারতের আসাম ও অরুণাচল প্রদেশে প্রবল বর্ষনে উপচে পড়া পানির সঙ্গে সেখানকার শতাধিক উপ-নদীর পানি ব্রক্ষপুত্রের নিজ প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বন্যার ব্যাপকতা বেড়েছে এবং এই পানি দ্রুত নেমে আসছে ব্রক্ষপুত্র দিয়ে। এছাড়া ভারতের অরুণাচল প্রদেশে ইজুলির নিপকো কোম্পানির হাইড্রো ইলেকট্রিক বাঁধের স্লুইস গেটগুলো খুলে দেয়ায় হাজার হাজার কিউসিক অতিরিক্ত পানি যুক্ত হচ্ছে ব্রক্ষপুত্রে। এই পানি নেমে আসছে বাংলাদেশের দিকে। এরফলে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের উত্তারঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায়। [৪৫]

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়। GiB djkÖæwZ‡Z ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

[৪৩] **উজান ভটি দুদিকেই ক্ষতি করছে ফারাক্কা বাঁধ** বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[৪৪] দেশের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত:তিস্তার সব গেট খুলে দিয়েছে ভারত/ যুগান্তর ১১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/07/11/138537/

[৪৫] **বাংলাদেশে পানিবৃদ্ধি অব্যাহত ইজুলির নিপকো বাঁধ খুলে দিয়েছে অরুণাচল** নয়াদিগন্ত ১৫ জুলাই ২০১৭/ www.dailynayadiganta.com/detail/news/235805

তিস্তার পানিতে তলিয়ে গেছে ডিমলার বহু গ্রাম। ছবিঃ যুগান্তর ১১ জুলাই ২০১৭

বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫০.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ২ জন বাংলাদেশী গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া ৪ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ গুলি করে আহত করেছে । এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ৯ জন বাংলাদেশী।

৫১.গত ৫ জুলাই রাতে লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের দইখাওয়া সীমান্তে ৪/৫ জন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী সীমান্তের ৯০৫ নং মেইন পিলারের ১১ নং সাব-পিলারের কাছে যান। এই সময় ভারতের কুচবিহার জেলার পাগলীমারী ক্যাম্পের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'এর টহল দল তাঁদের ধাওয়া করে একজনকে আটক করে। আটকের পর ওই যুবককে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করে এবং এরপর তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।[৪৬]

৫২.গত ২ জুলাই রাতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'এর সদস্যদের গুলিতে সাইফুল ইসলাম (৩৫) নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী নিহত এবং আবদুল হাই (৪০) নামে অপর ব্যক্তি আহত হয়েছেন। পরে বিএসএফ নিহত সাইফুল ইসলামের লাশ নিয়ে যায়।[৪৭]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৩.নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ চলছেই। আইনের প্রয়োগ না হওয়া, সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ পুরিশ প্রশাসনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত থাকা এবং সমন্বিতভাবে জনগণকে সচেতনতার আওতায় আনতে না পারায় নারীরা এর শিকার হচ্ছেন।

ধর্ষণ

৫৪.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে মোট ৬০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৬ জন নারী ও ৪৪ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১৬ জন নারীর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের

[৪৬] **লালমনিরহাটে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত** নয়াদিগন্ত ৭ জুলাই ২০১৭ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/233583

[৪৭] বাংলাদেশিকে হত্যা করে লাশ নিয়ে গেছে বিএসএফ/ যুগান্তর ৪ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/04/136551/

শিকার হয়েছেন। ৪৪ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৬ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৫.গত ১৫ জুলাই সেলিম নামে এক ব্যক্তি তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার আহম্মদাবাদ বেতাল গ্রামে তাঁর নানা বাড়িতে বেড়াতে যান। মাঝরাতে তাদের বিয়ের কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা জানতে চেয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র লীগের সভাপতি সুমন মোল্লাসহ অজ্ঞাত ৪-৫ ব্যক্তি তাঁদের দুইজনকে ধরে আহম্মদাবাদ বেতাল ক্লাবে নিয়ে যায়। এরপর সেলিমকে আটকে রেখে সুমন মোল্লা তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। স্থানীয় চেয়ারম্যান বিষয়টি পুলিশকে জানালে এসআই রুহুল আমিন তাঁদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। এই ঘটনায় বানারীপাড়া থানায় মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ সুমন মোল্লাকে গ্রেফতার করে।[৪৮]

৫৬.গত ১৭ জুলাই বগুড়া শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক তুফান সরকার এক ছাত্রীকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ক্ষমতাসীনদলের কর্মীদের এবং একজন নারী কাউন্সিলারকে ধর্ষণের শিকার মেয়েটির পেছনে লেলিয়ে দেয়। গত ২৮ জুলাই বিকেলে তারা ধর্ষণের শিকার ছাত্রী ও তাঁর মাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে তাঁদের মারপিট করে এবং মাথা ন্যাড়া করে দেয়। এই ঘটনায় পুলিশ তুফান সরকার, তার স্ত্রী আশা খাতুন, আলী আজম ডিপু, আতিকুর রহমান রুপম, মার্জিয়া হাসান রুমকি, রুমা খাতুন, রুনু, মুন্না এবং জিতুকে গ্রেফতার করেছে।[৪৯]

ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া (বাঁ থেকে) বগুড়া শহর শ্রমীক লীগের আহ্বায়ক তুফান সরকার, তাঁর সহযোগী রুপম, আলী আজম ও আতিকুর রহমান। ছবিঃ প্রথম আলো ৩০ জুলাই ২০১৭

[৪৮] বানারীপাড়ায় স্বামীকে আটকে গৃহবধূকে ধর্ষণ:ছাত্রলীগ সভাপতি গ্রেফতার/ যুগান্তর ১৭ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/07/17/140296/

[৪৯] বর্বরতা: ক্যাডার দিয়ে তুলে নিয়ে ছাত্রী ধর্ষণ/ প্রথম আলো ৩০ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1270381/

যৌতুক সহিংসতা

৫৭.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ২৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১৩ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

৫৮.গত ১ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ উপজেলায় ৫০ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে খুশি খাতুন নামে একজন গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা করেছে তাঁর স্বামী রাজীব হোসেন।[৫০]

৫৯.উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন অনুযায়ী- যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এই অপসংস্কৃতি সমাজে ব্যাপকভাবে বিরাজমান। যৌতুক দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৬০.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে মোট ২২ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আত্মহত্যা, ২ জন আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ১ অপহৃত এবং ১৬ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ২ জন পুরুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়াও ৮ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী আহত হয়েছেন।

৬১.গত ৩ জুলাই লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জুয়েল বেপারী সোন্দরা গ্রাম থেকে খাজুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যায়। ওই ছাত্রীকে জুয়েল বেপারী দীর্ঘদিন যাবৎ উত্ত্যক্ত করে আসছিলো। এই ব্যাপারে ছাত্রীর মা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করায় জুয়েল বেপারীর লোকজন তাঁদের হুমকি দেয়। এতে ভয় পেয়ে ওই ছাত্রীর পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।[৫১]

এসিড সহিংসতা

৬২.জুলাই মাসে ৩ জন নারী ও ১ জন মেয়ে শিশু এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬৩. গত ৯ জুলাই টাঙ্গাইল জেলার ভুঞাপুর উপজেলায় মর্জিনা বেগম নামে একজন গৃহবধু তাঁর ননদকে নিয়ে বাড়ি থেকে উপজেলা শহরে যাবার পথে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুই ভাই আবদুর রাজ্জাক ও হারুন এবং তাদের বন্ধু বারেক মোটরসাইকেলে করে এসে তাঁদের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি।[৫২]

---

[৫০] **অড়াশে গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা** মানবজমিন ৩ জুলাই ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=72244&cat=9/

[৫১] রামগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে তুলে নিল ছাত্রলীগ নেতা/ যুগান্তর ৫ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/our-chittagong/2017/07/05/137037/

[৫২] টাঙ্গাইলে বখাটেদের ছোড়া এসিডে দগ্ধ গৃহবধূ হাসপাতালে/ যুগান্তর ১১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/11/138569/

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৬৪. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৬৫. এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৫৩] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীন দলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন।[৫৪]

৬৬. *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছরের বেশী সময় ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও কাজ করে চলেছেন।

[৫৩] বিস্তারিত জানতে অধিকারের মার্চ ২০১৬ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩**

[৫৪] বিস্তারিত জানতে অধিকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-ফে**

সুপারিশসমূহ

১. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

২. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৩. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত

সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. ভারতের বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার দিতে হবে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বন্যা সৃষ্টির সমস্ত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রান-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্কিারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।